নথি নং- ৫কাস(০১)/কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি/২০১৮/ ৫৫ তারিখঃ ২৯/০৮/২০২১খ্রিঃ

বিষয়ঃ কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (সিভিসিএস) এর গঠণতন্ত্র চুড়ান্তকরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি:	জনাব খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, সদস্য, গ্রেড-১ (শুল্ক রপ্তানি বন্ড ও আইটি) ও সভাপতি, কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (সিভিসিএস)।
সভার স্থান:	বিসিএস (কাস্টমস এন্ড ভ্যাট) এসোসিয়েশন সম্মেলন কক্ষ, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
সভার তারিখ:	১৭/০৮/২০২১ খ্রিঃ (মঙ্গলবার)।
সভার সময়:	বিকাল ০৫:০০ ঘটিকা।

আলোচ্যসূচী: **সিভিসিএস এর গঠণতন্ত্র চুড়ান্তকরণ।**

কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভা বিসিএস (কাস্টমস এন্ড ভ্যাট) এসোসিয়েশনের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-২৩০, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (গ্রেড-১) ও কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভাপতি জনাব খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান এর সভাপতিত্বে গত ১৭/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে রয়েছে।

২। সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই কাস্টমস পরিবারের সহকর্মী জনাব মোঃ রেজওয়ানুল হক (সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা) কর্মরত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি শোক প্রস্তাব গৃহিত হয়। সূচনা বক্তব্যে সভাপতি মহোদয় বলেন, কাস্টমস পরিবারের সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিভিসিএস এর গঠণতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছিল। সভাপতি উপকমিটির আহবায়ককে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার অনুরোধ জানান। উপকমিটির আহবায়ক ও কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম) এর কমিশনার জনাব সৈয়দ মুসফিকুর রহমান বলেন, সিভিসিএস এর খসড়া গঠণতন্ত্র ফেব্রুয়ারী ২১ মাসে সকল দপ্তর প্রধান এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত মতামতসমূহ টেবিল আকারে মাল্টিমিডিয়াতে উপস্থাপন করেন উপকমিটির আহবায়ক। উপস্থিত সদস্যগণ প্রস্তাবিত গঠণতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা, উপধারা ও বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন ও তাদের মূল্যবান বক্তব্য ও তার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সংশোধনীসহ গঠণতন্ত্র চুড়ান্তকরণ করা হয়ঃ

(ক) অনুচ্ছেদ-২(১)খ- তে এসোসিয়েশন অর্থ হবে বিসিএস (কাস্টমস এন্ড ভ্যাট) এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট এক্সিকিউটিভ অফিসার্স এসোসিয়েশন (বাকাএভ), বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট মিনিষ্ট্রিয়াল ফেডারেশন (বাকাএম), বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট তৃতীয় শ্রেণী নির্বাহী কর্মচারী সমিতি (বাকাস) এবং বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট আন্তঃ কমিশনারেট গাড়ীচালক সমিতি।

(খ) অনুচ্ছেদ-৩(১)খ- সদস্যদের পরিবর্তে "সদস্য ও তার পরিবারের" শব্দযুগল প্রতিস্থাপিত হবে।

(গ) অনুচ্ছেদ-৪(১)খ- সহযোগী সদস্যঃ কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মকর্তা-কর্মচারী যিনি অবসর গ্রহণ করেছেন বা পরবর্তীতে উপ-সচিব পুলে যোগদান করেছেন বা স্বাভাবিক অবসরের পূর্বেই অন্য পেশা গ্রহণ করেছেন বা প্রেষণে অন্যত্র কর্মরত আছেন।

(ঘ) অনুচ্ছেদ-১ এ নামের স্থানে "বাংলাদেশ কাস্টমস এন্ড ভ্যাট সমবায় সমিতি লিমিটেড" এর পাশাপাশি ব্র্যান্ডিং সুবিধার্থে "কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (সিভিসিএস)" সংযোজন করা।

(ঙ) অনুচ্ছেদ-৪.১২(ঙ)- কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে নমিনি বা পরিবারের সদস্য উক্ত সদস্যপদের বিপরীতে সহযোগি সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। এমনকি নিয়মিত কোন সদস্য অবসরে গেলেও সহযোগী সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

(চ) এই সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ হবে ৩ বছর।

(ছ) ১২ সদস্যের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সভাপতি হবেন বিসিএস কাস্টমস এন্ড ভ্যাট এসোসিয়েশনের সভাপতি।

- ১নং সহ-সভাপতি হবেন বিসিএস কাস্টমস এন্ড ভ্যাট এসোসিয়েশন এর জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি।
- ২নং সহ-সভাপতি হবেন বাংলাদেশ কাস্টমস এন্ড ভ্যাট এক্সিকিউটিভ অফিসার্স এসোসিয়েশন (বাকাএভ) এর সভাপতি/আহ্বায়ক/বাকাএভ কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি।
- সাধারণ সম্পাদক হবেন বিসিএস কাস্টমস এন্ড ভ্যাট এসোসিয়েশনের মনোনীত প্রতিনিধি।
- যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হবেন বাংলাদেশ কাস্টমস এন্ড ভ্যাট এক্সিকিউটিভ অফিসার্স এসোসিয়েশন (বাকাএভ) এর মহাসচিব/সদস্য সচিব/বাকাএভ কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি।
- কোষাধ্যক্ষ হবেন বাংলাদেশ কাস্টমস এন্ড ভ্যাট এক্সিকিউটিভ অফিসার্স এসোসিয়েশন (বাকাএভ) কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি।
- ৬ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন বিসিএস কাস্টমস এন্ড ভ্যাট এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি, ১জন বাংলাদেশ কাস্টমস এন্ড ভ্যাট এক্সিকিউটিভ অফিসার্স এসোসিয়েশন (বাকাএভ) কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি, ১জন বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট মিনিষ্ট্রিয়াল ফেডারেশন (বাকাএম) কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি, ১জন বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট তৃতীয় শ্রেণী নির্বাহী কর্মচারী সমিতি (বাকাস) কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি এবং ১জন বাংলাদেশ কাস্টমস এন্ড ভ্যাট বিভাগের গাড়ি চালক সমিতি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি হবেন।

(জ) প্রতি মাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির ন্যূনতম একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(ঝ) সভার নোটিশ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ন্যূনতম ০৩ কার্যদিবসের পূর্বে ইমেইল ও ক্ষুদেবার্তার মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের জানাতে হবে এবং সভা অনুষ্ঠানের ১০ দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী সিভিসিএস এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

(ঞ) অনুচ্ছেদ-৫.৯ অনুযায়ী বোর্ড সভায় যোগদানের জন্য সভ্যগণের প্রতি সভার সম্মানী হবে ২০০০ টাকা।

(ট) সিভিসিএস এর সার্বিক কার্যক্রম ও প্রকল্প সমূহ পরিচালনার জন্য সদস্যদের মধ্য হতে উপ-কমিটি করা হবে যেখানে সব কমিশনারবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

৩। বিবিধ আলোচনায় সিভিসিএস এর সাংগঠনিক কার্যক্রম বেগবান করতে বকেয়া আদায়ের বিকল্প নেই বলে সবাই মতামত প্রদান করেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯.০৮.২০২১

(খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান)
সদস্য, গ্রেড-১ (শুল্ক রপ্তানি বন্ড ও আইটি)
ও
সভাপতি
কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি

নথি নং- ৫কাস(০১)/কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি/২০১৮/৪৫ তারিখঃ ২৯/০৮/২০২১ খ্রিঃ

<u>অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)</u> ঃ

০১-০৭। সদস্য (শুল্ক ও মূসক প্রশাসন/ শুল্ক নীতি/ মূসক নীতি/ শুল্ক রপ্তানী, বন্ড ও আইটি/ শুল্ক নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য/ মূসক-বাস্তবায়ন ও আইটি/ মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
০৮। প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
০৯। ইকনোমিক মিনিষ্ট্রার (কাস্টমস), ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
১০-১৫। কমিশনার, কাস্টম হাউস-ঢাকা/ আইসিডি/ চট্টগ্রাম/ বেনাপোল/ মোংলা/ পানগাঁও।
১৬-২৭। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ঢাকা (পূর্ব)/ ঢাকা (পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ খুলনা/ রাজশাহী/ সিলেট / রংপুর/ যশোর/ বৃহৎ করদাতা ইউনিট-মূসক, ঢাকা।
২৮-৩১। মহাপরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর/ কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমী চট্টগ্রাম/ শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর/ নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩২। কমিশনার, শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, ঢাকা।
৩৩-৩৬। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপীল) কমিশনারেট, ঢাকা-১ও ২/ চট্টগ্রাম/ খুলনা।
৩৭-৩৮। কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
৩৯-৪০। প্রকল্প পরিচালক, ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প/এন.এস.ডব্লিউ/বন্ড অটোমেশন প্রকল্প, ঢাকা।

২৯.০৮.২০২১

(খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান)
সদস্য, গ্রেড-১ (শুল্ক রপ্তানি বন্ড ও আইটি)
ও
সভাপতি
কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি

তারিখঃ ১৭-০৮-২০২১ ইং

কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (সিভিসিএস) এর সভায় উপস্থিতির তালিকাঃ

ক্রঃ	নাম	পদবী ও দপ্তর/সংস্থা	মোবাইল	স্বাক্ষর
১.	Dr. Md. Shahidul Islam	President Tribunal	01955555555	[signature]
২.	SM. Humayun Kabir	DHAKA SOUTH		IK
৩.	সৈয়দ মুশফিকুর রহমান	Dhaka (West)		[signature]
৪.				
৫.	আহাম্মদ মাহমুদুল হাসান	সভাপতি, [illegible]	01711117808	[signature]
৬.				
৭.				
৮.	জাকির হোসেন চৌধুরী	সহঃ কমিশনার	01711-82-74-77	[signature]
৯.	খন্দকার [illegible]	রাজস্ব কর্মকর্তা	01775578009	[signature]
১০.	মো. [illegible]	রাজস্ব কর্মকর্তা	01712-231926	Aslam
১১.	মো: মতিউর রহমান	সহ: রাজস্ব কর্মকর্তা	01616-998877	[signature]
১২.	মো: মামুনুর রহমান	সহ: রাজস্ব কর্মকর্তা	01675549034	[signature]
১৩.	মো: [illegible] ইসলাম	প্রধান সহকারী ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা	01788-909875	[signature]

বাংলাদেশ কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কোঅপারেটিভ সোসাইটি (সিভিসিএস) লিমিটেড

গঠনতন্ত্র

১ *নাম, ঠিকানা ও কার্যক্ষেত্রঃ*

১.১ এই সমিতি " *বাংলাদেশ কাস্টমস এন্ড ভ্যাট কোঅপারেটিভ সোসাইটি (সিভিসিএস)*" নামে অভিহিত হইবে। নাম

১.২ এই সমিতির রেজিস্টার্ড ঠিকানা হইবে "রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০"। নিবন্ধিত ঠিকানা

১.৩ এই সমিতির কার্যক্ষেত্র হবে সমগ্র বাংলাদেশ।

২ *সংজ্ঞাঃ*

২.১ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই গঠনতন্ত্রে,- সংজ্ঞা

(ক) "আইন" অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ।

"এসোসিয়েশন" অর্থ বিসিএস (কাস্টমস এন্ড ভ্যাট) এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কাস্টমস এন্ড ভ্যাট এক্সিকিউটিভ অফিসার্স এসোসিয়েশন (বাকাএভ), বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট মিনিষ্ট্রিয়াল ফেডারেশন (বাকাএম), বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট তৃতীয় শ্রেণী নির্বাহী কর্মচারী সমিতি (বাকাস) এবং বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট আন্তঃ কমিশনারেট গাড়ীচালক সমিতি।

(খ) "গঠনতন্ত্র" অর্থ সমিতির গঠনতন্ত্র

(গ) "নিবন্ধক" অর্থ আইনের ধারা ৬ এ উল্লিখিত নিবন্ধক।

(ঘ) "নিরীক্ষক" অর্থ আইনের ধারা ৪৩ অনুযায়ী নিযুক্ত বা মনোনীত কোন ব্যক্তি।

(ঙ) "নিরীক্ষা কমিটি" অর্থ সমিতি কর্তৃক নিয়োগকৃত সমিতির নিরীক্ষা কমিটি ।

(চ) "বিধি" অর্থ সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪

(ছ) "ব্যবস্থাপনা কমিটি" অর্থ আইনের ধারা ১৮ অনুযায়ী গঠিত সমিতির কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালনা পর্ষদ।

(জ) "সমিতি" অর্থ বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট সমবায় সমিতি লিমিটেড।

৩ *উদ্দেশ্যঃ*

৩.১ সমিতির উদ্দেশ্যসমূহ হইবে : উদ্দেশ্য

(ক) সমবায় আইন অনুসারে সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ সুরক্ষা এবং সমৃদ্ধ করা;

(খ) সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য, আবাসন ও সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশ ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে কাজ করার পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তা উৎসাহিত করা;

(গ) সদস্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান; এবং

(ঘ) আইন, বিধি-বিধান সাপেক্ষে সদস্যগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উদ্যোগসমূহের পরিকল্পনা, প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করা;

৩.২ অনুচ্ছেদ ৩.১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি আইন ও বিধি এবং গঠনতন্ত্রের বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া স্বীয় বিবেচনায়-

(ক) সমিতিভুক্ত বা সমিতি বহির্ভূত যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত কোন কল্যানকর বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে;

(খ) সমিতির বাণিজ্যিক কর্মসূচী এবং ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি এবং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে;

(গ) সমিতির তহবিল গঠনের জন্য সদস্যদের এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চাঁদা/অনুদান/ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) সমিতির তহবিল বিভিন্ন লাভজনক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করিতে পারিবে;

(ঙ) সমিতির নিয়মিত কার্যক্রমসহ বানিজ্যিক কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে; এবং

(চ) সদস্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কল্যানকর অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪ <u>সদস্যপদ</u>

৪.১.১ সমিতির সদস্যপদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগে কর্মরত (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যতিত) সকল শ্রেণির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। সদস্যপদের দুইটি শ্রেণি থাকিবে, যথা- সদস্যপদ এর ধরণ

(ক) সাধারণ সদস্য : বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগে কর্মরত সকল গ্রেডের স্থায়ী কর্মকর্তা এবং কর্মচারী;

(খ) সহযোগী সদস্য : বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের প্রাক্তন কর্মকর্তা/কর্মচারী যিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বা পরবর্তীতে উপ-সচিব পুলে যোগদান করিয়াছেন বা স্বাভাবিক অবসর গ্রহণের পূর্বেই অন্য কোন পেশা গ্রহণ করিয়াছেন;

৪.১.২ সহযোগী সদস্যগণ সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত সকল চাঁদা বা প্রদেয় নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা সাপেক্ষে সমিতির সাধারণ সদস্যদের অনুরূপ সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন, তবে সমিতির কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

৪.২ সদস্যপদে আবেদনের যোগ্যতা- সদস্যপদের জন্য যোগ্যতা

(ক) মানসিকভাবে সুস্থ ও সক্ষম;

(খ) আইনগতভাবে সদস্য হওয়ার বিষয়ে কোন বাধা-নিষেধ নাই; এবং

(গ) কোন ফৌজদারী মামলায় দোষী সাব্যস্ত হইয়া দুই বৎসর বা ততোধিক মেয়াদের জন্য কারাদন্ডপ্রাপ্ত নন এবং কারাদন্ড প্রাপ্ত হইলে কারাভোগের পর পাঁচ বছর সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে;

৪.৩ সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে সদস্যপদের জন্য আবেদন জমা দিতে হইবে। সদস্যপদে আবেদনের জন্য আবেদন

৪.৪ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি যে কোন আবেদন গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। তবে শর্ত থাকে যে, আবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে কোন আবেদনকারী সমিতির সাধারণ সভায় লিখিতভাবে আপীল আবেদন করিতে পারিবেন যা সাধারণ সভায় আলোচনার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হইবে।

৪.৫ সদস্যপদ গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অর্থ প্রদেয় হবে: বাধ্যতামূলক চাঁদা

(ক) কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত মাসিক ও অন্যান্য চাঁদা;

(খ) গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৭.৩ এ বর্ণিত ন্যূনতম ২০০ (দুইশত) শেয়ার এককালীণ ক্রয়ের মাধ্যমে পরিশোধিত শেয়ার মূলধন;

৪.৬ সোসাইটির সদস্যপদে অর্ন্তভূক্তির পর গঠনতন্ত্রের ৪.৫-এ বর্ণিত বাধ্যতামূলক সকল চাঁদা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বকেয়া পরিশোধের পর সদস্য হিসেবে সকল অধিকার, কর্তব্য এবং দায় সমিতি কর্তৃক স্বীকৃত হইবে। যথাযথভাবে অর্থ পরিশোধের শর্তে অধিকার ভোগ

৪.৭ প্রত্যেক সদস্যকে অর্ন্তভূক্তির সময় গঠনতন্ত্রের একটি অনুলিপি বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হইবে এবং গঠনতন্ত্রের সর্বশেষ হালনাগাদকৃত অনুলিপি সমিতির ওয়েবসাইট হইতেও ডাউনলোড করা যাইবে। গঠনতন্ত্রের কপি সরবরাহ

৪.৮.১ সমিতির ওয়েবসাইট হইতে প্রত্যেক সদস্য নির্ধারিত আইডি ব্যবহার করিয়া বার্ষিক হিসাব বিবরণী ডাউনলোড করিতে পারিবেন। হিসাব বিবরণী

৪.৮.২ হিসাব বিবরণী বিষয়ে কোন সদস্যের কোন তথ্য জানিবার প্রয়োজন হইলে তাকে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে; তবে শর্ত থাকে যে দুই বৎসরের অধিক পুরাতন কোন হিসাব বিবরনী বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবেনা। হিসাব সম্পর্কিত প্রশ্ন

৪.৯ প্রত্যেক সদস্য তাহার বর্তমান ঠিকানা, কর্মস্থল, পরিবারের সদস্য সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিবর্তনের তথ্য নিজ দায়িত্বে সমিতির ওয়েবসাইটের নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক যথাসময়ে হালনাগাদ করবেন। সদস্যের ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য পরিবর্তন ও দায়

৪.১০ যথাসময়ে তথ্য হালনাগাদ না করার কারণে কোন সদস্য কোন অধিকার বা সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলে সমিতির কোন দায় থাকিবে না।

৪.১১ অন্য কোন কারণে অযোগ্য বা অক্ষম না হইলে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বা প্রত্যেক সদস্যের নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ থাকিবে- সদস্যের অধিকার

(ক) কেবলমাত্র সাধারণ সদস্যগণের জন্য

(১) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদান করিতে পারার; এবং

(২) সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ভোট প্রদান করিতে পারার অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে

(খ) সকল সদস্যগণ গঠনতন্ত্র অনুসারে সদস্যপদ বহাল থাকা সাপেক্ষে সমিতির অন্যান্য সকল অধিকার ও সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

৪.১২.১ কোন সদস্যের সদস্যপদ তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত/রহিত হইবে যদি- সদস্যপদ স্থগিত/রহিতকরণ

(ক) গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৪.১৪ অনুযায়ী পদত্যাগ করেন; অথবা

(খ) গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুসারে সদস্যপদের জন্য অযোগ্য হন; অথবা

(গ) বাংলাদেশের বাহিরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য দেশ ত্যাগ করেন; অথবা

(ঘ) গঠনতন্ত্র এর ৪.১৫ অনুযায়ী বহিষ্কৃত হন; অথবা

(ঙ) মৃত্যুবরণ করেন।

৪.১২.২ কোন সদস্যের সদস্যপদ স্থায়ীভাবে রহিত করা হইলে, তার বৈধ উত্তরাধিকারীগন উক্ত সদস্যের সমিতির নিকট কোন দায় থাকিলে উহা পরিশোধ সাপেক্ষে তার শেয়ারের মালিক হইতে পারিবেন এবং সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত সকল চাঁদা বা প্রদেয় নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা সাপেক্ষে সমিতির সাধারণ সদস্যদের অনুরূপ সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, বৈধ উত্তরাধিকারীগন সমিতির সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ, নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

৪.১৩.১ কোন সদস্য সমিতির নিকট পরিশোধযোগ্য যাবতীয় বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে লিখিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বরাবরে পদত্যাগের নোটিশ দাখিল পূর্বক পদত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। সমিতি হইতে পদত্যাগ

৪.১৩.২ পদত্যাগের নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে আবেদনকারী সদস্যের গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৪.১১ এ বর্ণিত সকল অধিকার ও সুযোগ সুবিধা স্থগিত করা হইবে।

৪.১৩.৩ পদত্যাগের নোটিশ প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে।

৪.১৪.১ কোন সদস্য আইন, বিধি বা এই গঠনতন্ত্রের যে কোনও বিধান লঙ্ঘন করিলে বা সমিতির স্বার্থের জন্য হানিকারক যে কোনও কাজ করিলে তাহাকে যথাযথভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান পূর্বক ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বহিষ্কার করা যাইবে। সমিতির সদস্যপদ হইতে বহিষ্কার

৪.১৪.২ বহিষ্কৃত সদস্য সংক্ষুব্ধ হইলে পরবর্তী সাধারণ সভায় লিখিতভাবে আপীল আবেদন করিতে পারিবেন এবং উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পন্ন করা হইবে।

৪.১৫.১ কোন সদস্য তার চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরে সহযোগী সদস্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং গঠনতন্ত্রের অনচ্ছেদ ৪.১১ অনুযায়ী যাবতীয় সুযোগ-সবিধা ও অধিকার প্রাপ্য হইবেন। অবসর গ্রহণোত্তর সদস্যপদ

৪.১৫.২ সহযোগী সদস্যপদ প্রাপ্ত সদস্যগণ যেই সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত হইবেন না-

(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদান; এবং

(খ) সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ভোট প্রদান।

৪.১৬ কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের যে সকল ক্যাডার কর্মকর্তাগণ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বা উপ-সচিব পূলে যোগদান করিয়া সরকারী চাকুরীরত রহিয়াছেন তাহারা সহযোগী সদস্য হিসাবে সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট আবেদন করিতে পারিবেন- কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের প্রাক্তন কর্মকর্তাদের সদস্য পদের জন্য আবেদন

৫ *ব্যবস্থাপনা কমিটি*

৫.১.১ আইনের ধারা ১৮ এবং ১৯ এর বিধান সাপেক্ষে এবং বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সাধারণ সদস্যদের মধ্য হইতে ১০ (দশ) জন সদস্যের সমন্বয়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে এবং ইহার কাঠামো নিম্নরূপ হইবে ঃ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও মেয়াদ

(ক) সভাপতি (০১ জন)

(খ) সহ-সভাপতি (০২ জন)

(গ) সাধারণ সম্পাদক (০১ জন)

(ঘ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (০১ জন)

(ঙ) কোষাধ্যক্ষ (০১ জন)

(চ) নির্বাহী সদস্য (০৬ জন)

৫.১.২ ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ হইবে তিন বছর।

৫.২ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচন ঃ সদস্য নির্বাচন

(ক) বিসিএস (কাস্টমস এন্ড ভ্যাট) এসোসিয়েশনের নির্বাচিত সভাপতি কমিটির সভাপতি হইবেন;

(খ) বিসিএস (কাস্টমস এন্ড ভ্যাট) এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত এসোসিয়েশনের একজন সদস্য এবং বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট এক্সিকিউটিভ অফিসার্স

এসোসিয়েশন (বাকাএভ) কর্তৃক মনোনীত এসোসিয়েশনের একজন সদস্য কমিটির সহ-সভাপতি হইবেন;

(গ) বিসিএস (কাস্টমস এন্ড ভ্যাট) এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত এসোসিয়েশনের একজন সদস্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক হইবেন;

(ঘ) বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট এক্সিকিউটিভ অফিসার্স এসোসিয়েশন (বাকাএভ) মনোনীত এসোসিয়েশনের একজন সদস্য কমিটির যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক হইবেন;

(ঙ) বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট এক্সিকিউটিভ অফিসার্স এসোসিয়েশন (বাকাএভ) এর নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কমিটির কোষাধ্যক্ষ হইবেন;

(চ) বিসিএস (কাস্টমস এন্ড ভ্যাট) এসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত এসোসিয়েশনের ০২ (দুই) জন সদস্য, বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট এক্সিকিউটিভ অফিসার্স এসোসিয়েশন (বাকাএভ) এর নির্বাচিত একজন সহ-সভাপতি, কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের মিনিস্ট্রিয়েল কর্মচারী সমিতির নির্বাচিত সভাপতি, গাড়ী চালক সমিতির নির্বাচিত সভাপতি এবং সিপাই এসোসিয়েশনের নির্বাচিত সভাপতি কমিটির নির্বাহী সদস্য হইবেন।

৫.৩ **সদস্য অপসারণ**

কমিটির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অসদাচরণ বা গুরুতর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ পাওয়া গেলে বা কোন নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে বা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্য থাকিবার অনুপযুক্ত হইলে আইন ও বিধিতে বর্ণিত বিধান অনুসরণপূর্বক দোষী সাব্যস্ত সদস্যকে অপসারণ করা যাইবে।

৫.৪ **উপ-কমিটি গঠন**

কমিটি সমিতির বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম ও গৃহীত প্রকল্প পরিচালনার জন্য সদস্যদের মধ্য হইতে এবং/অথবা অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৫.৫ **নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ**

কমিটি সমিতির বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে একজন নির্বাহী কর্মকর্তাকে এবং উপযুক্ত মনে করিলে তাহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবার জন্য এক বা একাধিক কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে পারিবে।

৫.৬ আইন, বিধি ও গঠনতন্ত্রের বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা হইবে- **দায়িত্ব ও ক্ষমতা**

(ক) সমিতির সদস্যপদের জন্য আবেদন বিবেচনা, অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করা;

(খ) সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(গ) উপ-কমিটি সমূহের কার্যক্রম তদারকি ও সমিতির স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এমন কার্যক্রম প্রতিহত করা;

(ঘ) সমিতির কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে সাধারণ সদস্যদের নিয়মিত অবহিত রাখা;

(ঙ) পূর্ববর্তী অর্থবছরে অর্জিত যে কোন নিট উদ্বৃত্ত গঠনতন্ত্র অনুসারে বিতরণের প্রস্তাব প্রণয়ন ও বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা;

(চ) সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায়, বিগত অর্থবছরে কমিটির কার্যাবলী পেশ এবং সমিতি কর্তৃক সদস্যদের প্রদত্ত পরিষেবাগুলি চালু রাখা বা উন্নীতকরনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সহ প্রতিবেদন তৈরি করা;

(ছ) নিবন্ধক, নিরীক্ষা কমিটি বা নিরীক্ষকের প্রতিবেদন বিবেচনা এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) গঠনতন্ত্রের বিধান সাপেক্ষে সদস্যদের ঋণের জন্য আবেদন বিবেচনা, অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করা;

(ঝ) বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রকাশের জন্য বিগত অর্থবছরে সমিতির কার্যাবলী, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, আর্থিক প্রতিবেদনসহ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

(ঞ) আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত বিধান সাপেক্ষে যে কোন অথবা সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করা;

৫.৭ কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভা অনুষ্ঠান করিবে এবং সকল সদস্যকে সভা অনুষ্ঠানের ন্যূনতম ০৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে ইমেইলযোগে কার্যসূচী উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে। সভা অনুষ্ঠানের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে কার্যবিবরণী সমিতির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে। **সভা অনুষ্ঠান ও কার্যবিবরণী প্রকাশ**

৫.৮ কমিটির সভায় সদস্যদের ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে। **সভার কোরাম**

৫.৯ কমিটির সদস্যগণ সভায় যোগদানের জন্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা সম্মানী হিসাবে প্রাপ্য হবেন যা সভা চলাকালীণ সময়ে কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পরিশোধ করা হইবে। সমিতির সাধারণ সভা কমিটির সদস্যদের জন্য প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাসমূহ সময়ে সময়ে নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে। **সদস্যবৃন্দের সম্মানী**

৫.১০.১ সভাপতি নিম্নেবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন, যথাঃ **সভাপতির দায়িত্ব**

(ক) সাধারন সভা এবং কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করা;

(খ) সভার কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করা;

(গ) সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যক্রমের উপর সার্বিক তদারকি করা;

(ঘ) যে কোনও সংগঠনের সহিত অনুষ্ঠিতব্য সভায় বা সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারের যে কোন ফোরামে সমিতিকে প্রতিনিধিত্ব করা;

(ঙ) আইন, বিধি ও গঠনতন্ত্রের বিধানসমূহের যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করা;

(চ) আইন, বিধি ও গঠনতন্ত্রে বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্য যেকোন দায়িত্ব পালন করা।

৫.১০.২ সভাপতির অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতম সহ-সভাপতি সভা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫.১১ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব হইবে- সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব

(ক) সমিতির যাবতীয় বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং সম্পত্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে যাবতীয় সহায়তা প্রদান;

(খ) সমিতির সকল সভায় অংশ নেওয়া এবং কমিটির সমস্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা;

(গ) সামগ্রিকভাবে সভাপতি বা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

৫.১২ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ- কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব

(ক) বিভিন্ন উৎস হইতে সমিতি কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের লেনদেনের দায়িত্বগ্রহণ এবং কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী বন্টন করা ;

(খ) সকল আয় ও ব্যয়ের স্বপক্ষে চালান, ভাউচার, আর্থিক বিবরণী এবং অন্যান্য দলিলাদি সংরক্ষণ ও প্রণয়ন করা;

(গ) নিরীক্ষা কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন;

(ঘ) সমিতির সকল হিসাবপুস্তকের যথাযথ ও সময়মত সংরক্ষণ করা; এবং

(ঙ) আইন, বিধি ও গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী নিষ্ঠার সাথে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত দায়িত্ব সম্পাদন করা।

৬ *<u>সাধারণ সভা</u>*

৬.১ আইনের ও বিধির বিধান সাপেক্ষে সাধারণ সদস্যদের সাধারণ সভা সমিতির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ হইবে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভা আহ্বান এবং উহা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসাবে বিবেচিত হইবেন। সাধারণ সভা সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ

৬.২ বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠান, কার্যপ্রণালী, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভোট প্রদানসহ যাবতীয় কার্যক্রম বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক পরিচালিত হইবে। বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভা

৬.৩.১ সাধারণ সভায় ভোট প্রদানে যোগ্য সাধারণ সদস্যদের ন্যূনতম এক-পঞ্চমাংশ বা ২০ শতাংশ সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে। সাধারণ সভার কোরাম

৬.৩.২ সাধারণ সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের মধ্যে কোরামের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক সাধারণ সদস্য উপস্থিত না হইলে উপস্থিত সদস্যরা সভার কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবে; তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) এই ধরনের সাধারণ সভার গঠনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না;

(খ) গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্যদের ন্যূনতম তিন-চতুর্থাংশ ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হইতে হইবে।

৬.৪ কোরাম পূরণ সাপেক্ষে সাধারণ সভায় ন্যূনতম ১৫ (পনের) কার্যদিবসের নোটিশ প্রদান পূর্বক এবং উপস্থিত সাধারণ সদস্যদের ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাইবে। গঠনতন্ত্র সংশোধন

৭ *সমিতির তহবিল*

৭.১ নিম্নেবর্ণিতের সমন্বয়ে সমিতির তহবিল গঠিত হইবে- তহবিল

(ক) শেয়ার মূলধন ও বোনাস শেয়ার;

(খ) সাবস্ক্রিপশন ক্যাপিটাল;

(গ) সদস্যদের আমানত;

(ঘ) সংরক্ষিত তহবিল;

(ঙ) সাধারণ কল্যাণ তহবিল;

(চ) তৃতীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত সরাসরি বা অন্য কোন পন্থায় প্রাপ্ত অনুদান; এবং

(ছ) আইন, বিধি এবং গঠনতন্ত্রের বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া প্রাপ্ত অন্য কোন তহবিল ।

৭.২ কমিটি সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে যেখানে উপযুক্ত ও লাভজনক মর্মে বিবেচনা করিবে সেইখাতে সমিতির তহবিল বিনিয়োগ করিতে পারিবে। তহবিলের বিনিয়োগ

৭.৩.১ সমিতির অনুমোদিত মূলধন হইবে ১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি টাকা) এবং পরিশোধিত মূলধন হইবে ৳৩,০০,০০,০০০.০০ (তিন কোটি টাকা) হইবে যাহা ১০ (দশ) টাকা মূল্যমানের ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ হাজার) শেয়ারের মাধ্যমে পরিশোধিত হইবে। সাধারণ সভা সময়ে সময়ে অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন

৭.৩.২ প্রতিটি সদস্যকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য ন্যূনতম ২০০ (দুইশত) শেয়ার ক্রয় করিতে হইবে; তবে শর্ত থাকে যে কোন সদস্য সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ২০ (বিশ) শতাংশের অধিক ক্রয় করিতে পারিবে না।

৭.৪ প্রত্যেক সদস্য প্রতি মাসে তাহার সাবস্ক্রিপশন একাউন্টে কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত মাসিক ন্যূনতম চাঁদা পরিশোধ করিবেন। সাবস্ক্রিপশন ক্যাপিটাল

৭.৫ সমিতির সংরক্ষিত তহবিল তরল বা নগদ সম্পদ আকারে থাকিবে। সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ সংরক্ষিত তহবিলে জমা রাখিতে পারিবে। সংরক্ষিত তহবিল

৭.৬ সংরক্ষিত তহবিল বিতরণযোগ্য হইবে না এবং কোন সদস্য এই তহবিলের কোন অংশ পরিমাণ দাবি করিতে পারিবে না । সংরক্ষিত তহবিল নিম্নেবর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইবে-

(ক) অপ্রত্যাশিত কোন ক্ষতির দায় মিটাইতে;

(খ) সমিতি ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে সদস্যদের নিকট উদ্ভুত দায়-দেনা মিটাইতে;

(গ) সদস্যগণের নিকট স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে

৭.৭ সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা, চিকিৎসা অথবা সামাজিক বা দাতব্য কোন উদ্দেশ্যে সাধারণ কল্যাণ তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা যাইবে; তবে শর্ত থাকে যে এই তহবিলের পরিমাণ সমিতির নীট উদ্বৃত্তের ১০% (দশ শতাংশ) এর বেশী হইবে না। সাধারণ কল্যাণ তহবিল

৮. *ঋণ কর্মসূচী*

৮.১ সমিতি বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচী চালু করিতে পারিবে যাহা সমিতির সদস্যদের গৃহ-নির্মাণ, চিকিৎসা, সন্তানদের শিক্ষা ইত্যাদি কল্যানমূখী কাজের জন্য কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত শর্তে বিতরণ করা যাইবে। ঋণ কর্মসূচী

৯. *আর্থিক বিষয়াদিঃ*

৯.১ সমিতির অর্থবছর ১লা জুলাই হইতে শুরু হইয়া ৩০শে জুন শেষ হইবে। অর্থবছর

৯.২ প্রতি অর্থবছর শেষে উদ্বৃত্তের অর্থ সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিতরণ এবং ব্যয় করা যাইবে।

৯.৪ সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত শর্তে লভ্যাংশ ঘোষনার পরে কোন সদস্য তাহার শেয়ার এবং বোনাস শেয়ারের উপর তাহা উত্তোলন করিতে পারিবেন। লভ্যাংশ উত্তোলন না করা হইলে উহা সদস্যের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা হইবে। লভ্যাংশ উত্তোলন

৯.৫ বোনাস শেয়ারধারী কোন সদস্য বোনাস শেয়ার ইস্যু করার তারিখ হইতে ১০ (দশ) বছর পরে বোনাস শেয়ার উত্তোলন বা হস্তান্তর করিবার অধিকারী হইবেন। সদস্যগণ ঘোষনা অনুযায়ী বোনাস শেয়ারের উপর লভ্যাংশ উত্তোলনের অধিকারী হবেন। বোনাস শেয়ার

৯.৬ সদস্যপদ স্থায়ীভাবে রহিতের ক্ষেত্র ব্যতিত গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৭.৩ এ বর্নিত সর্বনিম্ন সংখ্যক শেয়ার উত্তোলন বা হস্তান্তর করা যাইবে না। নির্ধারিত সর্বনিম্ন শেয়ারের অতিরিক্ত শেয়ার আইন ও বিধিতে বর্ণিত বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া উত্তোলন অথবা হস্তান্তর করা যাইবে, তবে শর্ত থাকে যে শেয়ার উত্তোলনের ক্ষেত্রে শেয়ারের মূল্য শেয়ারের নমিনাল মূল্য এবং সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত বুকভ্যালু এর মধ্যে যাহা কম, তাহার অধিক হইবে না। শেয়ার উত্তোলন

৯.৭ কমিটি ন্যূনতম বিশ বৎসর যাবত সুনামের সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে দেশের এমন যে কোন এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে সমিতির নামে ব্যাংক হিসাব খুলিবে এবং সমুদয় আর্থিক লেনদেন উক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করিবে। ব্যাংক হিসাব

১০ *দলিলপত্র এবং নথি*

১০.১ সমিতিতে নিম্নলিখিত দলিল এবং নথিপত্র সংরক্ষিত থাকিবে- দলিলপত্র এবং নথি

(ক) সদস্য এবং তাহাদের নমিনির তথ্য সংক্রান্ত রেজিস্টার;
(খ) শেয়ার এবং বোনাস শেয়ারের রেজিস্টার;
(গ) সাবস্ক্রিপশন রেজিস্টার;
(ঘ) ক্যাশ বই;
(ঙ) জার্নাল এবং লেজারস;
(চ) সমিতির সম্পদ তালিকা;
(ছ) বিক্রয় রেজিস্টার;
(জ) ক্রয় রেজিস্টার;
(ঝ) ঋণ এবং আমানত রেজিস্টার;
(ঞ) সদস্যের দায় সংক্রান্ত রেজিস্টার;
(ট) কার্যবিবরণীর নথি;
(ঠ) আইন, বিধি এবং গঠনতন্ত্রের অনুলিপি;
(ড) সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ-নির্দেশ ও প্রবিধির অনুলিপি; এবং
(ঢ) আইন ও বিধিতে বর্ণিত অন্য যেকোন রেজিস্টার এবং নথি।

১১ *নিরীক্ষা*

১১.১ আইনের বিধান ও বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী সমিতির যাবতীয় হিসাব প্রতি অর্থবছরে একবার স্বাধীন নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করাইতে হইবে। নিরীক্ষা

১১.২ নিয়োগপ্রাপ্ত স্বাধীন নিরীক্ষক আন্তর্জাতিক এ্যাকাউন্টিং এর নির্ধারিত মান ও স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী তাহার নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবেন।

১১.৩ নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষকের নিয়োগের মেয়াদ একাদিক্রমে পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না।

১২ *বিবিধ*

১২.১ সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠনতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে কমিটির মতামতই চূড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হইবে। কোন সদস্য ইহাতে সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক নিবন্ধকের নিকট ইহার প্রতিকার চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবেন। গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা